শাওয়াল মাসের ছয় সিয়ামের ফযিলতঃ

আবু আইয়ূব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ"**যে রমযানের সিয়াম পালন করল। অতঃপর তার অনুগামী করল শাওয়ালের ছয়টি, তা পুরো বছর সিয়ামের ন্যায়।"(মুসলিম-১১৬৪)**

সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ **"রমযানের সিয়াম ১০ মাসের সমতুল্য, ছয় দিনের সিয়াম দুই মাসের সমতুল্য, এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।"**

অপর বর্ণনায় রয়েছেঃ **"যে ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন সিয়াম পালন করবে, তা পূর্ণ বৎসরে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যে সৎকাজ নিয়ে এসেছে, তার জন্য হবে তার দশ গুন।"(সুরা আন-আম -১৬০, আহমদ -৫/২৮০, ইবন মাজাহ- ১৭১৫, দারামি-১৭৫৫, নাসায়ি ফিল কুবরা-২৮৬০, সহিহ ইবন খুযাইমা- ২১১৫৪, সহিহ ইবন হিব্বান-৩৬৩৫)**

শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

(এক.) শাওয়ালের ছয়টি সিয়ামের ফযিলত প্রমাণিত হয়। প্রতি বছর রমযানের সিয়ামের সাথে যে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন করল, সে সারা বছর সিয়াম রাখল।

(দুই.) বান্দার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত, তিনি বান্দার অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক সওয়াব ও বিরাট প্রতিদান প্রদান করেন।

(তিন.) ঈদের পর দ্রুত শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন করা, যেন এ রোযা ছুটে না যায় কিংবা কোন ব্যস্ততা এসে না পড়ে।

(চার.) শাওয়ালের শুরু-শেষ বা মাঝে, এক সঙ্গে বা পৃথকভাবে এ সিয়াম রাখা বৈধ। বান্দা যেভাবে তা সম্পাদন করুক, সে আল্লাহর নিকট এর পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে, যদি আল্লাহ তা কবুল করেন।**(ইবন কুদামার মুগনি-৪/৪৪০, শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৫৬)**

(পাঁচ.) যার উপর রমাযানের কাযা রয়েছে, সে প্রথমে কাযা আদায় করবে, অতঃপর শাওয়ালের ৬টি সিয়াম আদায় করবে। হাদিসের বানী থেকে এমন বুঝে আসে, কারন রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ **"যে রমযানের সিয়াম রাখল"**অর্থাৎ পূর্ণ রমযান। যার উপর কাযা রয়েছে, সে পূর্ণ রমযান সিয়াম, রাখেনি। তার উপর পূর্ণ রমযানের সিয়াম রাখা প্রয়োগ হয় না, যতক্ষণ না সে কাযা আদায় করে।**(শারহু মুমতি-৬/৪৬৬)** দ্বিতীয়ত নফল ইবাদতের চেয়ে ওয়াজিব কাযা আদায় করা বেশী শ্রেয়।

(ছয়.) আল্লাহ তা'আলা ফরযের আগে নফলের বিধান রেখেছেন, যেমন নফলের বিধান রেখেছেন ফরযের পর। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বাপর সুন্নত রয়েছে, অনুরুপ রমযানের সিয়ামের পূর্বাপর সিয়াম রয়েছে। অর্থাৎ শাবান ও শাওয়ালের সিয়াম।

(সাত.) এসব নফল ইবাদত ফরযের মধ্যে ঘটে যাওয়া ক্রটিসমূহ দূর করে। কারন এমন সায়েম (রোযাদার) নেই যে অযথা বাক্যালাপ, কুদৃষ্টি ও হারাম খাবার ইত্যাদি দ্বারা তার রোযার ক্ষতি করেনি।

পদ্ধতিগত বিদ'আতঃ

শাওয়ালের সিয়াম রাখা নফল ও সুন্নত।কিন্তু এই সুন্নত রোযা পালনের ক্ষেত্রে খেলাফে সুন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই সুন্নত ইবাদতটিও বিদ'আতে পরিণত হবে। নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে খেলাফে সুন্নতের একটি পদ্ধতি হল ফরযের মতো গুরুত্ব দিয়ে সমবেতভাবে পালন করা।প্রথম যুগের ইমাম ও ফকীহগণ সুন্নতের পর্যায় এবং কর্ম ও বর্জনের সুন্নতের সামগ্রিক পালনের দিক সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তারা অনেক নফল মুস্তাহাব ত্যাগ করতেন এবং করতে বলতেন এই ভয়ে যে, মানুষ একে নিয়মিত পালন করে রীতি বা সুন্নতে পরিণত করে নেবে। এজন্য **আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহ.** শাওয়াল মাসের ৬ টি রোযা রাখাকে মাকরুহ বলেছেন । যদিও সহিহ হাদিসে এই ৬টি রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তবুও তারা নিষেদ করেছেন। কারন তারা ভঁয় পেয়েছেন যে, সাধারণ মুসলমান -গন এই ৬ দিনকে রমযানের রোযার সংশ্লিষ্ট বলে মনে করবে, অথবা নফলকে ফরযের মত গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে। এই ভাবে তারা খেলাফে সুন্নত ও বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হবে।**(আলাউদ্দিন সামারকান্দী, তুহফাতুল ফুকাহা -১ /৩৪৩ -৩৪৪)**

অনেকে মনে করেছেন যে, ঈদের দিনসহ শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখলে তা মাকরুহ হবে। আসলে তা নয়। ঈদের দিন রোযা রাখা তো হারাম এবং সকল মুসল্মান তা জানেন। বিষটি হলো পরিপূর্ণ সুন্নতের অনুসরণ। যে ইবাদত রাসুলুল্লাহ সা. ও তার সাহাবীগণ যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করেছেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন কারাই হলো সুন্নত। এর বাইরে গেলে সুন্নতে খেলেফ বা বিদ'আত। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক হাদিস ও সাহাবী-তাবেয়ীদের কর্ম থেকে জানতে পেরেছেন যে, তারা এই ৬ রোযাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন না। কেউ পালন করলে ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেন। একে ঢালাও ভাবে মুস্তাহাব বললে বা উৎসাহ দিলে অনেকে রমযানের অভ্যাসের উপরে রমযানের রোযা পালনের মতোই এই ৬টি রোযাও পালন করবেন। এতে পদ্ধতিগত বিদ'আতে তারা নিপতিত হবেন।

তাদের চিন্তা কতদূর সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমান পাওয়া

যায় পরবর্তী যুগের বিভিন্ন ঘটনায়। মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিজ আব্দুল আযীম মুসযিরী(৬৫৬হি.) তার যুগে কোনো কোনো দেশের মানুষের কথা বলেছেন যে, তারা রমযানের সকল রীতিনীতি, সাহ্রীতে ডাকার আয়োজন সব বহাল রাখেন। এর পর তারা ঈদের আনন্দ উৎসব পালন করতেন।(**শাতেবী,আল ই'তিসাম ১/২৭০**)।

বর্তমান যুগে যদি কেউ এভাবে করেন তাকে কি আমরা বাধা দিতে পারব? তিনি "অকাট্য! দলিল" হিসেবে শাওয়ালের ৬ রোযার ফযিলত বর্ণনা করবেন রমযানের ফরয রোযা পালনের ন্যায়। পরস্পরে ভাল কাজে সহযোগীতার সওয়াবের কথা বলবেন। শাওয়ালের ৬ রোযা পালন মুস্তাহাব। নিজে পালন করলে অনেক সওয়াব। অন্য সবাইকে পালন করতে উৎসাহ দিলে অতিরিক্ত সাওয়াব হবে। ইফতারী সবাই মিলে মসজিদে করলে তাতে অবশ্যই রোযাদার ইফতার করানোর অতিরিক্ত সাওয়াব পাবে। এছাড়া দেরি করে আদায় করতে গেলে অন্যান্য ঝামেলায় হয়ত পালন করা সম্ভব হবে না। তাদের এই সকল যুক্তি ও প্রমানে দেখা যায় যে, ঈদের পর দিন থেকে সমাজের সবাই মিলে রমযানের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সাহরী ও ইফতারীতে নিয়মিত ডাকাডাকি করে শাওয়ালের ৬ রোযা পালন করলে তাতে একা একা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পালনের চেয়ে বেশী সাওয়াব হবে।

প্রিয় পাঠক, এত গুলো দলিলের বিপরীতে আপনি কি একটি দলিলও পেশ করতে পারবেন যাতে প্রমাণিত হবে যে, এভাবে শাওয়ালের ৬ রোযা রাখা মাকরুহ? আপনার হাতে ইমাম আবু হানিফা ও মালিকের রহ. মতো একটি দলিলই আছে তা হলো সুন্নত। এ সকল ফযীলতের কথা রাসুলুল্লাহ সা. ও তার সাহাবীরা জানতেন। এই ফযিলত পালনে তাদের আগ্রহ ছিল বেশি। এভাবে তাদের পালনের সুবিধাও ছিল। তবুও তারা তা করেননি অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে এই পদ্ধতি বর্জন করেছেন।

যদি কেউ রাসুলুল্লাহ সা ও তার সাহাবীগণকে ফযিলত অর্জনের আদর্শ হিসেবে মেনে নেন তিনি আপনার একটি দলিলেই সন্তুষ্ট হবেন। তিনি স্বীকার করবেন যে তারা যা বর্জন করেছেন তা করা আমাদের ইবাদত নয়। আর যিনি এই দলিলে সন্তুষ্ট নন তাকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা আপনার নেই।

প্রশ্ন ও উত্তরঃ

প্রশ্নঃ শাওয়াল ৬টি রোযা পালন করার ক্ষেত্র উত্তম পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ শাওয়ালের ৬টি রোযা পালনের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হল, ঈদের পর পরই তা আদায় করা এবং পরস্পর আদায় করা। বিদ্বানগণ এ ভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে রমযানের অনুসরণ বাস্তবায়ন হয়। হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি রমযানের পরে পরে শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখে...।"(**মুসলিম-১১৬৪**) সচেতন বান্দা সুযোগ হাত ছাড়া করা না। কেননা মানুষ জানে না পরবর্তীতে কি তার জন্য অপেক্ষা করছে। অতএব বান্দা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে চাইলে তাকে প্রতিটি নেক কাজের দিকে অগ্রসর হয়ে সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে হবে।(**ফতোয়া আরকানুল ইসলাম-শাইখ সালেহ আল উসাইমীন**)

প্রশ্নঃ শাওয়ালের ৬ রোযা রাখার জন্য কি ইচ্ছামত দিন নির্ধারণ করা জায়েয? নাকি তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা আছে? এ দিনগুলো রোযা রাখলে ফরযের মত হয়ে যাবে এবং প্রতি বছর আবশ্যিকভাবে রোযা পালন করতে হবে?

উত্তরঃ নাবী সা. থেকে সহিহ সূত্রে প্রমানিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ"যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে সারা বছর রোযা রাখার প্রতিদান লাভ করবে।"(**মুসলিম-১১৬৪**) এই ৬টি রোযার জন্য কোন নির্দিষ্ট কারা নেই। মাসের যে কোন সময় রোযাগুলো রাখ যায়। চাই মাসের প্রথম দিকে হোক বা মধ্যখানে বা শেষের দিকে। ধারাবাহিক হোক বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হোক সবই জায়েয। বিষয়টি প্রশস্ত সুযোগ সম্পন্ন আলহামদুলিল্লাহ্। তবে রমযান শেষ হওয়ার পর পরই মাসের প্রথম দিকে দ্রুত করে নেয়া বেশী উত্তম। কেননে এতে নেক কাজে প্রতিযোগিত হল, যা কাম্য। কোন বছর এই রোযা পালন করবে কোন বছর করবে না তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ সিয়াম নফল, ফরয নয়। **(ফতোয়া আরকানুল ইসলাম-শাইখ সালেহ আল উসাইমীন)**

আল্লাহ আমাদের নেক আমল কবুল করুন। আমিন

যে সব লেখকের লেখনি থেকে সংগৃহীতঃ

1.ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ আল হাকিল,(সৌদি আরবের বিশিষ্ট আলেম)

2.শাইখ সালেহ আল উসাইমীন(সৌদি আরবের বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ট মুফতি)

3.শাইখ ইবনে বায(সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি)

4.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর,(সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদিস বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)